তারিখ ... 5।12।79 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

দৈনিক বাংলা

বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপ-শিক্ষা সংস্কার

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

শ্রীমঙ্গল (সিলেট), ৪ঠা ডিসেম্বর।—প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আজ ঘোষণা করেন যে, বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার এবং দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার কাজ আগামী মাস থেকে শুরু হবে। শিক্ষা সংস্কারের কর্মসূচী সম্পর্কে শীঘ্রই দেশবাসীর কাছে বিস্তারিত কার্যক্রম ঘোষণা করা হবে।

তিনি বলেন, অক্লান্ত [illegible] বর্জিত জনগণকে নিয়ে বিপ্লব সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। এ জন্যেই শিক্ষা সংস্কারের কাজ বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপেই গ্রহণ করা হয়েছে।

আজ এখানে কমলগঞ্জ ও সিলেট জেলার ইউনিয়ন পর্যায়ের বিএনপি নেতাদের এক সমাবেশে ভাষণদানকালে বিএনপি চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একথা ঘোষণা করেন। তিনি এই 'বিপ্লবী কাজে' অংশ নিতে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত জনগণকে সংগঠিত করার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, দেশে যে বিপ্লব শুরু হয়েছে, তার প্রথম ধাপের কাজ ইতিমধ্যেই জনসাধারণ কোদাল হাতে নিয়ে সম্পন্ন করতে শুরু করেছেন। এমনিভাবে এক-একটি পর্যায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে বিপ্লবকে সফল করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, সমস্যাসংকুল বাংলাদেশে জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন বৈপ্লবিক পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পথে সম্ভব নয়, ইতিহাসও তাই বলে।

তিনি বিএনপি নেতাদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা যদি শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে এই বিপ্লব সফল করতে ব্যর্থ হন, তাহলে দেশে অবশ্যই একটি রক্তক্ষয়ী বিপ্লব সংগঠিত হবে।'

প্রেসিডেন্ট জিয়া বিএনপি কর্মীদের বলেন, একজন বা দু'জন লোকের ওপর নির্ভর করে কোনো বিপ্লব সম্পন্ন করা যাবে না। 'বিপ্লব সফল করতে হলে, আপনাদের অবশ্যই বিপ্লবের আদর্শ ও কর্মসূচী অনুসরণ করতে হবে।'

বাসস'র খবর: বিএনপি চেয়ারম্যান পুনরায় উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে দেশে কেবল একটি মাত্র অর্থনৈতিক ইস্যু রয়েছে এবং 'বাংলাদেশে এখন কোনো রাজনৈতিক সমস্যা নেই। গত দু'টি নির্বাচনে জনগণ এসব সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করেছেন।'

বিএনপি গঠনের কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন, এই দল গঠিত হয়েছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে যার মূল প্রোথিত রয়েছে বাংলাদেশেরই মাটিতে

(শেষ পৃঃ ১—এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা সংস্কার

(১ম পৃঃ পর)

এবং যা ভিন্ন কোনো দেশ থেকে আসেনি। তিনি দলীয় কর্মী ও নেতাদের জনগণের সঠিক নেতৃত্বদানের এবং আগামী মাসের মধ্যে প্রতিটি গ্রামে সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'আমরা নেতৃত্ব বা ক্ষমতা চাইনি। কিন্তু জনগণই আমাদের ওপর সে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কারণ অতীত নেতৃত্বের দ্বারা তারা বার বার প্রতারিত হয়েছেন।'

জাতীয় সংসদের স্পীকার মির্জা গোলাম হাফিজ, বিএনপি সেক্রেটারী জেনারেল প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব এম সাইফুর রহমানও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। তথ্য ও বেতারমন্ত্রী জনাব হাবিবুল্লাহ খান, পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী লেঃ কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন এবং উপমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন, সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক পরিবর্তন আনার জন্য এই বিপ্লবের সূচনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, এই বিপ্লবের সাফল্য ছাড়া দেশের দীর্ঘকাল ধরে অমীমাংসিত সমস্যার কোনো সুরাহা সম্ভব হবে না।

প্রেসিডেন্ট জিয়া দলীয় কর্মীদের বিপ্লব থেকে ভয় না পাবার আহ্বান জানিয়ে বলেন,   সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুতে মাত্র ২০০ বাঙালী সৈন্য বিদ্রোহ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।

তিনি দলীয় কর্মীদের দেশের স্বার্থে এবং ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবিলার জন্য আন্তরিক, সাহসী ও নিষ্ঠাবান হবার আহ্বান জানান। দলীয় কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন, বিএনপি দেশে গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, আওয়ামী-বাকশালীরা এই গণতন্ত্রের গলা টিপে হত্যা করেছিল।

আওয়ামী বাকশালী রাজনীতিকে 'সন্ত্রাস, ধ্বংস, গুন্ডামি আর চক্রান্তের রাজনীতি' বলে অভিহিত করে প্রেসিডেন্ট বলেন, যদিও তারা তাদের রাজনীতিতে এই ধরনের অসৎ ও অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তবু তারা দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। কারণ তাদের রাজনীতি জনগণ ও তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভিত্তিক ছিল না। সুতরাং তা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বিএনপি চেয়ারম্যান শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেন, 'আওয়ামী বাকশালী ও অন্যান্য রাষ্ট্রবিরোধী লোক আবার তাদের কুৎসিত চেহারা নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু তারা সফল হবে না।'

সরকার গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচী ব্যর্থ করে দেবার যে কোনো মহলের যে-কোনো প্রচেষ্টা প্রতিহত করার জন্য প্রেসিডেন্ট দলীয় কর্মীদের আহ্বান জানান।

বিপ্লবের প্রথম ধাপ সম্পর্কে তিনি বলেন, এ হচ্ছে খাল খনন কর্মসূচী ও ব্যাপক কৃষি উন্নয়ন। বিপ্লবের পরবর্তী পদক্ষেপ ধাপে ধাপে আসবে।

তিনি এ ব্যাপারে নেতা ও কর্মীদের জনগণের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরি করার আহ্বান জানান।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এখন সিলেটে তিনদিনব্যাপী সফরে রয়েছেন। তিনি আজ সকালে সড়কপথে সুনামগঞ্জ থেকে এখানে এসে পৌঁছেন। প্রেসিডেন্ট আগামীকাল ঢাকা ফিরবেন বলে আশা করা হচ্ছে।